শ্রদ্ধাঞ্জলি

GOVT. AIDED

SAILA BALA H.E.SCHOOL

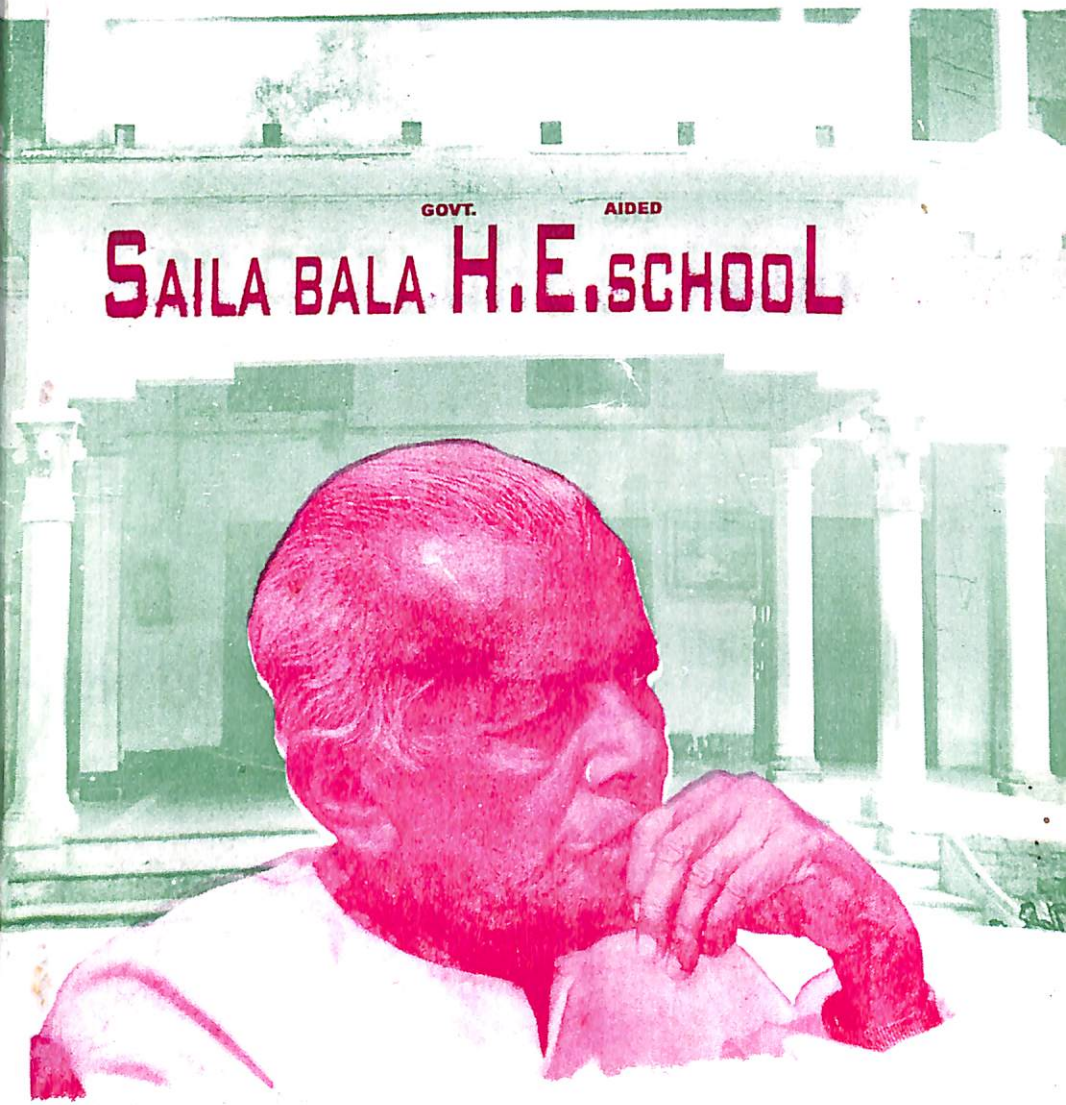

শ্রীধীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ৰায়

হে মহাজীবন

পরিমল কুমার দত্ত
অধ্যাপক
খারুপেটিয়া মহাবিদ্যালয

আকাশে কৃষ্ণা প্রতিপদের স্নিগ্ধ আলো- নীচে খারুপেটিয়া মহাশ্মশানে চিতার আগুনের আলোক ছটা। এরই মাঝে নিস্তব্ধ শ্মশানে ত্রিশতাধিক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে দেখছে এক দীর্ঘদেহীব্যক্তির পঞ্চভূতে বিলীন হওয়ার দৃশ্য। দূর থেকে ভেসে আসেছে রেকর্ডের গান—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে,
এ জীৱন পুণ্য করো দহন-দানে।
আমার এই দেহখনি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো
নিশি দিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে
আগুনের পৱশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে আসছি সেই পথ ধরে যে পথ ধরে এসেছিল সেই 'সবার শ্রদ্ধেয় মানুষ'টির মৃতদেহ নিয়ে অসংখ্য মানুষেৰ মিছিল— যে মিছিলের শুরু হয়েছিল সেই 'দুর্লভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী'র প্রিয় বাসভূমি থেকে। মিছিল থামিয়ে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন শৈলবালা হাইস্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী, টাইগার ক্লাবের শোকস্তব্ধ সদস্যরা, খারুপেটীয়া নগর সমিতির বেদনাহত সদস্যরা ও খারুপেটীয়া নগর সমিতির প্রাক্তন প্রথম সভাপতি মাননীয় শ্রীফতেচান্দ সেরাউগী, খারুপেটীয়া মহাবিদ্যালয়ের শোকাভিভূত অধ্যক্ষ, অধ্যাপকমণ্ডলী, কর্মচারী-ছাত্রবৃন্দ এবং ধনীরাম এল্. পি. স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীমতী ঘোষ ও ছাত্র-ছাত্রীরা। সকাল থেকেই অসংখ্য মানুষ প্রখর রৌদ্রের তাপ উপেক্ষা করে রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন শেষ বারের মত তাঁদের 'প্রিয়জন'কে দেখার জন্য। সেই

পথেই ফিরে আসতে আসতেই মনে পড়ে গেল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।

যেমন মানুষ পুরানো বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনই জীবাত্মা জীর্ণ শরীরাদি পরিত্যাগ করে অন্য নতুন শরীরাদি আশ্রয় করে।

জন্ম-মৃত্যুর রহস্যের দার্শনিক তত্ত্ব স্থায়ীভাবে মনকে শান্তি দিতে পারলনা। ভাবলাম, এই বিরল প্রজাতির মানুষটির সম্পর্কে কিছু জানতে ও জানাতে পারলে হয়ত শান্তি পেতে পারি। সেই উদ্দেশ্যেই কিছু প্রামাণিক লিখিত এবং মৌখিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই রচনা 'হে মহাজীৱন'।

এই বিরল প্রজাতির দুর্লভ ব্যক্তিত্বের অধিকারীর নাম ধীরেন্দ্র কুমার রায়। এই অঞ্চলে উনি পরিচিত ছিলেন ধীরেন বাবু, ডি. কে. রয়, রায়বাবু, জেঠা মশাই ও বাবু নামে।

জন্ম এবং শিক্ষা ঃ

বিংশ শতাব্দীর বিশ দশকের কোনো এক পুণ্য তিথিতে অবিভক্ত ভারতের (বর্তমান বাংলাদেশ) ঢাকা জিলার ভাটারা গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারেরই ধীরেনবাবুর জন্ম। ধনীরাম-শৈলবালার দ্বিতীয় পুত্র 'ধীরু'র শৈশবকাল ভাটারা গ্রামেই স্বচ্ছন্দে কেটে যায়। গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেই ছুটে এলেন মা কামাখ্যার দুর্বার আকর্ষণে খারুপেটীয়াতে। বড় ভাই প্রহ্লাদবাবুর কাছে থাকলেও তাঁর মনে বইছে জোয়ার— বড় হওয়ার স্বপ্নে পাগল—

আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ।
আমি সহসা আমারে চিনিয়া ফেলেছি
আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।

ব্যবসায় জীৱন ঃ

সত্যি তাঁর সব বাঁধ খুলে গিয়েছিল। নিজকে চিনতে পারলেন। পেয়ে গেলেন সাফল্যের চাবিকাঠি। শুরু হল যাত্রা। কাপড়ের ব্যবসায় হাতেখড়ি পরিক্রমা হল মুদির সামগ্রী, সুগন্ধ তেল, ব্যাটারী, বিড়ির ব্যবসায়ের পথ— সমাপ্তি হ'ল মটর ব্যবসায়ের মাধ্যমে দীর্ঘযাত্রার। ব্যবসায়ের সাফল্যের শীর্ষ

শিখর থেকে জয় করে নিয়ে এলেন ভাগ্যলক্ষীকে— মুখে সাফল্যর মূলমন্ত্র—

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষীঃ।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।

উদ্যোগী পুরুষেরাই লক্ষীকে লাভ করেন। যারা কাপুরুষ তারাই বলে থাকেন— ঈশ্বর আমাকে দিবেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ঃ

ব্যবসায়িক জীবনের সাময়িক বিরতি হল। অনেকদিন দেখেননি নিজের জন্মভূমিকে। ফিরে গেলেন গ্রামে। লক্ষ্য করলেন গ্রামের পরিবর্তন। স্বদেশী আন্দোলেনের ঢেউ এই গ্রামেও এসে পৌঁছেছে। নিজকে আর দূরে রাখতে পারলেন না। শুনতে পেলেন—

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই ,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।।'

ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। ব্রিটিশ সরকারের 'রাজ অতিথি' হয়ে কাটিলে এলেন কারাগারে দীর্ঘ তিন মাস।

বিবাহ ও পারিবারিক জীবন ঃ

দেশপ্রেমের আগুনে দগ্ধ 'ধীরু'কে সবাই বুঝিয়ে রাজী করাল ঘর বাঁধার জন্য। জেদী, রাগী 'ধীরু'র উপযুক্ত মেয়েতো খুঁজতে হবে! অবশেষে খোঁজ মিলল। 'ধীরু'র ঠিক বিপরীত স্বভাবের! বিধাতা বোধহয় এভাবেই 'জুড়ি' নির্বাচন করে রাখেন। ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের সিঙ্গার গ্রামের বৈষ্ণব পরিবারের বেনীমাধব - রাই সুন্দরীর সবার ছোট মেয়ে 'ছানা'কে পছন্দ হ'ল সবার। মিতবাক্, সুকণ্ঠী, সুগায়িকা, সবার 'নয়নের মণি' ছানারাণী সহিষ্ণুতার এক প্রতিমূর্তি। পাঁচ ছেলে ধরণী, পঙ্কজ, সুরজিৎ, তাপস, অভিজিৎ এবং তিন মেয়ে স্বপ্না, জ্যোৎস্না ও অঞ্জনাদের নিয়েই শুধু নিজের সাংসারের কথা কোনোদিনই ভাবেন নি ধীরেন-ছানা দম্পতী। চার ভাই— প্রহ্লাদ চন্দ্র, নীরেন্দ্র, মনীন্দ্র, নৃপেন্দ্র এবং বোন পারুলদের সাংসারের সবাইকে নিয়ে বিশাল রায়পরিবার খারুপেটীয়াতে একই বাড়ীতে থাকলেন। বহুসদস্যের যৌথ পরিবারের সবার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে দীর্ঘদিন একসাথে কাটিয়ে তুলেধরলেন যৌথ পরিবার পরিচালনার এক আদর্শ। পরে অবশ্যে এই প্রথায় ভাঙ্গন ধরেছিল। এই বৃহৎ সংসারের কর্ণধার ধীরেন বাবু

সম্পর্কে শেলীর (Shelly) কথা মনে পড়ে—

Our sincerest larghter
With some pain is fraugth
Our sweetest langhs are those
That tell of saddest thoughts.

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ঃ

উচ্চ শিক্ষার আলোকথেকে বঞ্চিত ধীরেনবাবুর মনের কথা ছিল—

The winds blow strongest against those
Who stand tallest. (Hayes)

এই অনগ্রসর অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারে তিনি কোনো বাধাই মানেন নি। ১৯৬২ সনে ১৫০০০ টাকা দান করে সর্বোচ্চ দাতার সন্মান অর্জন করে খারুপেটীয়া রিফিউজী স্কুলের নাম পরিবর্তন করে রাখলেন নিজের মায়ের নাম অনুসারে শৈলবালা হাইস্কুল। যেদিন সাধারণ সভায় এই নামাকরণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল সেদিন কিন্তু ধীরেনবাবুর চেয়ে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা সন্মত না হওয়ায় বিজয়ীর হাসি হেসেছিলেন ধীরেন বাবুই। এখনেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। বাবার নামে স্থাপন করলেন ধনীরাম এল. পি. স্কুল। এক অল্পশিক্ষিত সাধারণ ব্যবসায়ী এক প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ দাতা হিসাবে নিজের মায়ের নামে স্কুলের নামাকরণ করে এবং বাবার নামে এক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন যার নজির হয়ত বিরল। এখানেই তাঁর রথ থেমে থাকে নি। তিনি যেন শুনতে পেলেন—

স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সেকখনো শেখেনি বাঁচিতে।

এগিয়ে এলেন উচ্চ শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে। ১৯৮১ সালে স্থাপিত খারুপেটীয়া মহাবিদ্যালয় স্থাপনের তিনি ও অন্যতম হোতা। খারুপেটীয়া মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাপক উপ-সভাপতি এবং পরবর্তীতে সভাপিতর আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন।

এগিয়ে এলেন উদালগুরি মহকুমার একমাত্র বি. এড্ কলেজ খারুপেটীয়া টিচার্স ট্রেনিং কলেজ স্থাপনে খারুপেটীয়া মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মাননীয় হামিদুর রহমান মহোদয়দের সাথে। এছাড়াও Sunflower English School-এর প্রতিষ্ঠাপক উপদেষ্টা, প্রণবানন্দ কম্প্যুটার ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাপক উপদেষ্টা, সেন্ট্রল টাউন এল. পি. স্কুলের সভাপতি, ২নং ওয়ার্ডের শিক্ষা সমিতির সভাপতি

হিসাবে নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ঃ

যাত্রা, থিয়েটার, ব্যালের প্রতি তাঁর ছিল এক দুরন্ত নেশা। কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ যাত্রাদল নট্টকোম্পানী ছাড়াও তরুণ অপেরা, বীনাপাণি অপেরা, তারামা অপেরা, সত্যস্বর অপেরা, অগ্রগামী, মাধবী নাট্য কোম্পানী তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বারে বারে খারুপেটীয়া এবং বাইরের লোকদের ও আনন্দ দিয়েছে। যাদুকর দেবকুমার এবং অমলা শঙ্করের ব্যালে গ্রুপ ও তাঁর আমন্ত্রণে খারুপেটীয়াতে যথাক্রমে যাদু এবং নৃত্য পরিবেশন কৰেছেন। খারুপেটীয়াতে বিহু উৎসব অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। অথচ—

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেন
তাঁর বক্ষে বেদনা অপার।

তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ঃ

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি মানুষের সাথে ছিল তাঁর আত্মিক সংযোগ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী' পরে।
সকলোর তরে সকলে আমরা
প্রত্যেক আমরা পরের তরে।

সেই বিশ্বাস নিয়ে একের পর এক বৃহত্তর খারুপেটীয়ার প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজেকে যুক্ত করেছেন। দিনের বেলায়তো কোনো কথাই নেই— গভীর রাত্রিতেও মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৭২ সনে খারুপেটীয়ার দুর্যোগপূর্ণ দিনে এবং শাহ আলমের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর সময়ে তাঁর ভূমিকা খারুপেটীয়ার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

আজীৱন গান্ধীবাদী নীতিতে বিশ্বাসী, স্বাধীনতা আন্দোলনের মুক্তিযোদ্ধার রাজনৈতিক জীৱন ছিল স্বচ্ছ। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হলেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি কংগ্রেস (এস্)র নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শরৎ চন্দ্র সিংহের সাথেই ছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার প্রস্তাব তিনি অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থে রাজনৈতিক আদর্শকে তিনি কখন ও বিসর্জন দেন নি।

দলমত নির্বেশেষ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ধীরেনবাবুর

রাজনৈতিক প্রভাব ও সামাজিক প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও কোনোদিন নিজের সন্তানদের জন্য রেশনের দোকান, কেরোসিন তেলের লাইসেন্স, কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকুরি বা ব্যৱসায় করার জন্য খারুপেটীয়া নগর সমিতির কোনো ঘর পাওয়ার চেষ্টা করেন নি। সেদিক থেকে এক ব্যতিক্রমধর্মী সমাজসেৱক তথা রাজনৈতিক নেতা ছিলেন যা আজকের দিনে দুর্লভ।

খারুপেটীয়ার নগর সমিতির প্রথম নির্বাচন থেকেই তিনি ২নং ওয়ার্ড থেকে একাদিক্রমে পর পর চারবার নির্বাচিত হয়েছেনে। তিনি খারুপেটীয়া নগর সমিতির উপ-সভাপতি এবং সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করে খারুপেটীয়া নগরের সার্বিক উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

তাঁর ধর্মীয় জীবন ঃ

কাজী নজরুল ইসলামের যুগবাণী তাঁকে দিয়েছিল নাড়া—

"মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরান, বাইবেল, হায় চুম্বিছে মরি মরি!
ও মুখ হইতে কেতাব-গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে!
যাহার আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে
পূজিছে গ্রন্থ ভন্ডের দল।"

সেই বিশ্বাস নিয়েই তিনি মানবসেৱা সংগঠন ভারত সেৱাশ্রম সঙ্ঘ, রামাকৃষ্ণ মিশন, সৎসঙ্গ বিহার, প্রভুজগদ্বন্ধু আশ্রম, গৌড়ীয় মঠ, চৈতন্য আশ্রমের সাথে নিজকে যুক্ত কৰেছিলেন। শৈলবালা হাইস্কুল সংলগ্ন ৫২নং জাতীয় গড়কের পাশে ৩ বিঘা জমি রামকৃষ্ণ সেৱাশ্রমের জন্য সংৱক্ষিত করে কুলগুরুর দীক্ষিত হয়েও ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর দৃঢ় নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

এছাড়া ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন ত্রিনাথ আশ্রম, লোকনাথ বাবার মন্দির, শ্মশান কালীর মন্দির, টাইগার ক্লাবের কালীমন্দির, বারোয়ারী পূজা মন্দির, শনিমন্দির, দিগম্বর জৈন মন্দির, হনুমান মন্দির, তেরাপন্থ এবং শ্রীমন্ত শঙ্কৱদেবের আদর্শে স্থাপিত নামঘরের সদস্যদের সাথে।

ভার সেৱাশ্রম সঙেঘর সাথে তাঁর ছিল অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। শিবাবতার আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দী মহারাজজীর সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন—

"পূজা দিয়ে পদ করি না ভিক্ষা
বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা;
কে কারে জিনিবে হবে পৰীক্ষা
আনিব তোমারে বাঁধিয়া।"

পৰিবহন ব্যৱস্থা ও তাঁৰ ভূমিকা ঃ

ছোটবেলা থেকেই তিনি ভাবতেন—

I am the master of my fate
I am the captain of my soul.

তিনি খারুপেটীয়া অঞ্চলের Captain হয়ে পরিবহন ব্যৱস্থায় উন্নয়নের জন্য ১৯৫৬ সনেই ৪টি বাস, ২টি ট্রাক ও ১টি ফোর্ড কাষ্টমের প্রাইভেট কার পরিবহন সেবায় সংযুক্ত করেন। পরিবহন ব্যৱস্থায় তার উল্লেখ্য ভূমিকা থাকার জন্যই তাঁকে বারে বারে মঙ্গলদৈ-খারুপেটীয়া বাস মালিক সংস্থার সভাপতি এবং সারা আসাম মটৰ মালিক সংস্থার উপদেষ্টা পদে মনোনীত করা হয়।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে তাঁৰ সম্পর্ক ঃ

Joseph Newton – এব কথা— 'People are lonely because they build walls instead of bridges' মনে রেখেই তিনি সব সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সম্প্রীতির সেতু নির্মাণ করেছিলেন। হিন্দু-মুসলিম-খ্রীষ্টান-বাঙ্গালী-অসমীয়া-বড়ো-রাভা-বিহারী-নেপালী-মারোয়ারী-পাঞ্জাৰী সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল অকৃত্রিম। তাঁর দুই বিশ্বস্ত সাথী সাদিক আলি এবং আলি হুসেন সর্বত্র ছায়ার মত তাঁকে অনুসরণ করেছেন। এদৃশ্য খারুপেটীয়ায় বহু পরিচিত। এই দুই বিশ্বস্ত সাথীর ভূমিকা মনে করিয়ে কেয় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর দুই বিশ্বস্ততম সাথী আবিদ হোসেন ও কর্ণেল হবিবুর রহমানদেৰ।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক ঃ

দীর্ঘ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীৱনে তিনি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসেছিলেন। অনেকের সাথে সুসম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে এ রচনা অসমাপ্তই থেকে যাবে।

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীঅটল বিহারী বাজপেয়ী, অটলজীর ব্যক্তিগত সচিব শ্রীঅশোক শইকীয়া, অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগণ— বিমলা প্রসাদ চলিহা, মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী, গোলাপ বরবরা, সৈয়দা আনোয়ারা তাইমুর, হিতেশ্বর শইকীয়া এবং শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মহন্ত।

এছাড়া প্রাক্তন মন্ত্রী আলহাজ আব্দুল জব্বার ও রাজ্যসভার সদস্য সিলভিয়াস কন্দপানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

মহাপ্রয়ান ঃ

জীবন সংগ্রামের অক্লান্ত অজেয় যোদ্ধা কোনো দিনই মদ, ভাং, বিড়ি, সিগারেট, পান, সুপারী, চা এবং কফি স্পর্শ না করেও সংযমী জীৱন পালন করেও অবশেষে দুরারোগ্য মারাত্মক রোগ লিভার সিরোসিস্ (Liver Cirrhosis) এ আক্রান্ত হয়ে গত ১৯শে জুন থেকে ১১ই জুলাই এর ভোর পর্য্যন্ত মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করে প্রথম বারের জন্য হার স্বীকার করলেন এবং বিষ্ণুলোক যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে নীরবভাষায় বলে গেলেন—

সব তর্ক হোক শেষ
সব রাগ, সব দ্বেষ
সকল বালাই
বলো শান্তি, বলো শান্তি,
দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক্ ছাই।।

ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ

দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ বিশতম বার্ষিক অধিবেশনৰ মঞ্চত
শ্রীধীৰেন্দ্র কুমাৰ ৰায়